দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৮/১১/৯৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

০২

৩৫ লাখ দুস্থ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধা ও খাদ্য সাহায্যে উপকৃত

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ চাঁদপুর, ১৭ নবেম্বর।–দেশের অবহেলিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার প্রবর্তিত 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর অধীনে তিন বছরে দেশের আড়াই হাজার ইউনিয়নের প্রায় ৩৫ লাখ শিশু ছেলেমেয়ে উপকৃত হয়েছে।

গত ১৯৯৩–৯৪ অর্থবছরে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ৪৬০টি ইউনিয়নের সাত লক্ষাধিক শিশু; ছাত্র–ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। পরবর্তী ১৯৯৪–৯৫ অর্থবছরে আরও এক হাজার অনগ্রসর ইউনিয়নের প্রায় ১৬ লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুফল পেয়ে আসছে। চলতি ১৯৯৫–৯৬ অর্থ বছরে ৬৪টি জেলার সর্বাধিক অনগ্রসর ইউনিয়নের মধ্যে ১২০০ ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচী সম্প্রসারণ দ্রুত বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ চলমান কর্মসূচীর আওতায় চাঁদপুর জেলায় গত দুই অর্থবছরে সাতটি থানার ১৮টি অনগ্রসর ইউনিয়নের ২৩৫টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী সাফল্যজনক বাস্তবায়ন হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে

(৪–এর পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **৩৫ লাখ দুস্থ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা**

চাঁদপুর জেলার দারিদ্র্যের জন্য ঝরে পড়া প্রায় ৪২ হাজার ২১৩ জন শিশু ছেলেমেয়ে একদিকে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে অন্যদিকে অসহায় পরিবারের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ গম খাদ্য হিসাবে পাচ্ছে। বর্তমানে চাঁদপুর জেলায় আরও ৩টি ইউনিয়ন শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

সারাদেশে ইতিমধ্যে এ কর্মসূচীর অভূতপূর্ব ঈপ্সিত সুফল এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অভাবনীয় ভূমিকা রাখায় বর্তমান সরকার এ কর্মসূচীর কার্যক্রম সর্বমোট দুই সহস্রাধিক বর্ধিষ্ণু ইউনিয়নে সাফল্যজনকভাবে সম্প্রসারিত করতে চলতি অর্থবছরে তিনশ' কোটি টাকা সংরক্ষিত রেখেছেন।

পারিবারিক দৈন্যের জন্য ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। দরিদ্র পিতা–মাতা যাতে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সন্তানদের জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত না করে বিদ্যালয়ে প্রেরণে উৎসাহিত হয়, সে দর্শন সামনে রেখেই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। দুস্থ, বিধবা মহিলার পরিবার, অসচ্ছল দিনমজুর, পেশাজীবী জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী, মুচি, ভূমিহীন এবং বিত্তহীন পরিবার, যাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার আর্থিক সঙ্গতি নেই, সে সকল মৌলিক সমস্যাবহ দুস্থ পরিবারকে কর্মসূচীভুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর মূল নীতিমালায় কর্মসূচীভুক্ত স্কুলের কোনও সাধারণ শিক্ষক–শিক্ষিকা খাদ্য বিতরণে সম্পৃক্ত হতে পারবেন না। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান; সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীর পিতা–মাতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত থাকবেন।

বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কর্মদিবসের ৮৫% ভাগ দিবসে যে সকল দুস্থ পরিবারের শিশু ছাত্র–ছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত থাকবে, সেসকল ছাত্রছাত্রীকে এ কর্মসূচীর তালিকাভুক্ত করে সর্বোচ্চ ২০ কেজি গম প্রদান করা হয়ে আসছে। বর্তমান সরকারের এ যুগান্তকারী কর্মসূচী আন্তর্জাতিক ফোরামে বিশেষ প্রশংসা ও সুনাম কুড়িয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াসহ যুক্তরাষ্ট্র; কানাডা, আফ্রিকা মহাদেশের বহু অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশসমূহ বর্তমান সরকারের এ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সুফলে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক সফরে মার্কিন ফার্স্ট লেডী গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।